চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালিত

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালন করা হয়েছে। ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে র্যালি আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কার্যক্রম। বেলা সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয় হতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়ে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার মুক্ত মঞ্চে এসে র্যালিটি শেষ হয়।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন। এ সময় তিনি বলেন, ২০০২ সালের ৬ জুলাই বিরোধী দলে থাকতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের একঝাক সাবেক নেত্রীদের নিয়ে যুব মহিলা লীগ গঠন করেন। সেই সময় রাজপথে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাহসী আন্দোলন গড়ে তোলে দেশব্যাপী সুপরিচিতি লাভ করে।

র্যালি ও আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি-পূর্ণিমা হালদার,

সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত পৌর মেয়র রিটন

নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আবেগ আপ্লত মেয়র মাহফুজুর রহমান বললেন পৌরবাসির ভালবাসা ও সহযোগীতা ছিল বলে আজ আমি সম্মানিত হয়েছি। এজন্য পৌরবাসির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যে আশা আকাংখা নিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটিয়ে পৌরসভাকে সাজিয়ে তুলবো। আমার আজকের সব অর্জন পৌরবাসিকে উৎসর্গ করলাম। আগামী দিন সুখে দুখে পৌরবাসির পাশে থেকে তাদের ভালবাসার ঋণ শোধ করবো”।

মেয়র এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাবস) এর সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় খুশি—আনন্দিত ও উচ্ছ্বাসিত পুরো মেহেরপুরবাসী। তাইতো নাগরিক সংবর্ধনায় দলে দলে লোক এসেছেন, আর প্রিয় নেতা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন সবাই।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর পৌর টাউন হলে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে দেওয়া হয় এই নাগরিক সংবর্ধণা। মেহেরপুর পৌর সভার নাগরিকবৃন্দ এই বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করেন।

আয়োজনস্থলে মেয়র পৌছানোর আগেই জমায়েত হয় অগনিত নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ ও বিপুল পরিমান নারী। আয়োজনস্থলে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন পৌছালে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সমাগত মানুষেরা। ফুল দিয়ে বরণ করেন নেন প্রিয় মেয়রকে।

মেহেরপুর পৌর সভার টিএলসির সভাপতি প্রফেসর নুরুল আহম্মেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংবর্ধিত মেয়র মো: মাহফুজুর রহমান রিটন।

এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের

সহসভাপতি ও সাবেক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের আরেক সহসভাপতি মো: আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাবি সাবেক ছাত্র নেতা এমএএস ইমন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

যুবলীগ নেতা নিসান সাবেরের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর সভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন, সাবেক ছাত্র নেতা মফিজুর রহমান, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজিদুর রহমান সাজু প্রমুখ।

এসময় পৌরসভার কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর আলম, বাপ্পী, আব্দুর রহিম, মোস্তাকিম হোসেন, রাজীব আহম্মেদ, সোহেল রানা ডলারসহ সংরক্ষিত নারী সদস্যা, পৌর কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, সমর্থক, নেতাকর্মী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবধির্ত মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে পৌর কর্মকর্তা কর্মচারী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। এছাড়া অরণী থিয়েটারের পক্ষ থেকে তাকে উত্তোরিও পরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর মেহেরপুর পরিবেশক সমিতি, নারী কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে, অটো চালক সমিতি, ফুল ব্যবসায়ী সমিতি, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, পৌরসভা চালক সমিতি, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ,বিভিন্ন ওয়ার্ডের নারীদের পক্ষ, মেহেরপুর তহ বাজার কমিটি, মেহেরপুর জেলা ছাত্র লীগ, সদর থানা ছাত্রলীগ, জেলা যুবলীগ, বিভিন্ন ওয়ার্ড যুবলীগ, গাংনী থানা যুবলীগ, বিভিন্ন ইউনিয়ন যুবলীগ, বাস শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের পৌর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হন যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান

রিটন। এর আগেও ২০১৮ সালের নির্বাচনেও বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

গাংনীতে নবনির্বাচিত ইউপি সদস্য’র শপথগ্রহণ

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউপির ২ নং ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত মেম্বার (সদস্য) পলিয়ারা খাতুনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৫ জুলাই) সকাল ১০টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু শপথ বাক্য পাঠ করান।

এসময় মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য লাভলী খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য,মটমুড়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার আব্দুস সোবহান হলুদ সিদ্ধ করা গরম পানিতে পড়ে ঝলসে যায়। একদিন পর ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মারা যাওয়ার পর এই পদের উপ-নির্বাচনে তার স্ত্রী পলিয়ারা খাতুন জয়লাভ করেন।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ও জামজামিতে

জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের গণসংযোগ

কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামসুল আবেদীন খোকন দিনভর আলমডাঙ্গার ডাউকি ও জামজামি ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছে।

আগামি সংসদ নির্বাচনে নিজেকে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে তিনি সাধারন মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। তাদের খোজ খবর নেন। গণসংযোগকালে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক নেতা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা শেখ সামসুল আবেদীন খোকন বলেছেন, আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরল সভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

দেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে। এরজন্য কোন ভেদাভেদ না রেখে দলের প্রত্যেক নেতাকর্মিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমি আপনাদের এলাকার সন্তান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি হিসেবে সবার কাছে অনুরোধ জানিয়ে গেলাম আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনতে আবারও নৌকায় ভোট দিয়ে দেশের উন্নয়নে অংশ নিন।

তিনি হাউসপুর, বকসিপুর, মাধবপুর, মাজু, অভয়নগর, ছত্রপাড়া, ভোদুয়া, জামজামি বাজার, ঘোষবিলা, মধুপুর, পাঁচলিয়া, ডাউকি, বাদেমাজু গ্রামে গণসংযোগ করেন।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক ভিপি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামসুল আবেদীন খোকন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নৌকাকে বিজয়ী করতে সকলের প্রতি অনুরোধ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দিপক, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশরাফুল হোসেন বাবু, গার্মেন্টস মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান রুবেল হোসেন, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা কাজী চন্দন, ডাউকি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাজু, জামজামি ইউনিয়ন

যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মারফুল হক লাল, যুবলীগ নেতা আশা, সিদ্দিক, এমএস বাসার রিভেন, মীর তৌফিক, শেখ রুবেল, শেখ রবিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ নেতা নিপ্পন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা সাহারিয়ার তপু, সাকিব, সাব্বিরুজ্জামান, আশিক, তামিম, আরিয়ান সাকিব, সজিব, নাফিজ, মামুন, টগর, রাসেল প্রমুখ।

মেহেরপুরে বিভিন্ন গ্রামের নারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনয়তনে সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের পত্নী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম সদর উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নের বিভিন্ন শতাধিক নারীর মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাসিরা পলি, সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুথসোভা মন্ডল, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুল নেছা লতা, যুব মহিলা লীগের নেত্রী রোজিনা খাতুন, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সদর থানা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লতিফুন্নেছা লতা এবং সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা আক্তার মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আলমডাঙ্গায় শেখ সামসুল আবেদীন খোকনের নির্বাচনী গণসংযোগ

কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীন খোকন দিনভর আলমডাঙ্গার বেলগাছি, নাগদাহ, আইলহাঁস ও খাসকররা ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছে।

আগামী সংসদ নির্বাচনে নিজেকে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে তিনি সাধারন মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। তাদের খোজ খবর নেন। সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন যেন আগামী সংসদ নির্বাচনের মাঠে নৌকা প্রতিক নিয়ে জনতার সামনে আসতে পারেন।

তিনি বেলগাছি বাজার, ও বেলগাছী মালিথাপাড়া, নাগদাহ ইউনিয়নের খেজুরতলা বাজার, জাঁহাপুর মোড়,ঘোলদাড়ি বাজার, আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া, আইলহাঁস, আইলহাঁস বাজারে ও খাসকররা এলাকায় জনসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নৌকাকে বিজয়ী করতে সকলের প্রতি অনুরোধ করেন।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক ভিপি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামসুল আবেদীন খোকন বৃষ্টি উপেক্ষা করেই এ গণসংযোগ অব্যাহত রাখেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দিপক, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আসরাফুল হোসেন বাবু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান রুবেল হোসেন, শামীম সরোয়ার, শেখ সাহানুর টিপু, যুবলীগ নেতা শেখ রিভেন, রুবেল, মিয়াদ, লিখন, রিদয়, রিয়ন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ নেতা নিপ্পন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা সাহারিয়ার তপু, সাকিল, সাব্বিরুজ্জামান, আশিক, সজিব, নাফিজ, মামুন, টগর, সাকিব, তামিম, রাসেল প্রমুখ।

মুজিবনগরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে উপহার সামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে উপহার সামগ্রী বিতরণ। মুজিবনগর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মুজিবননগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের তত্ত্বাবধানে আজ সোমবার বিকেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য (সাবেক)ও জেলা যুব মহিলা লীগের প্রতিষ্ঠাতা মোনালিসা ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তহমিনা খাতুন মহাজনপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা রোকসানা রুনু।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা আক্তার, মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও যুব মহিলা লীগ সভাপতি লতিফন নেছা লতা।

উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তহমিনা খাতুন জানান তিনি আওয়ামী রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কখনোই কোন পদে যেতে পারেননি ফরহাদ হোসেন দোদুল এই প্রথম তাকে যুব মহিলা লীগকে নেতৃত্ব দেওয়ার সাহস যুগিয়েছেন

উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন বলেন মেহেরপুরের উন্নয়নে ফরহাদ হোসেনের কোন বিকল্প নেই।

উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫০০ জন যুব মহিলা লীগের কর্মীদের উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। প্রিয় নেত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয় অনেকেই। হোসেন মোনালিসা তার বক্তব্যে যুব মহিলা লীগের নেতৃত্বে নারী

নেতৃত্ব যে একটি সক্রিয় রূপ পেয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

দামুড়হুদায় বিএনপি’র নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বাবু খাঁন

দামুড়হুদা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের বিএনপি’র নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

আজ সোমবার দিনভর তিনি বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
এসময় বাবু খাঁন বলেন, দেশের মানুষ ভালোভাবে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করতে পারেনি। দ্রব্য মুল্যের উর্ধগতির বাজারে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেরেছে তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। ১ কেজি গরুর মাংসের দাম ৮০০ টাকা কিন্তু ১ কেজি কাঁচা মরিচের দাম ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা। দেশের সাধারণ মানুষ আর এই ভোট চোর সরকারকে চাইনা। জনগণ এই সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই এখনো সময় আছে আপনারা সংশধন হন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে ছাড়া এই বাংলায় আর ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসা যাবেনা। তানাহলে এদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চোরদের প্রতিহত করা হবে।

দামুড়হুদা থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোকাররম হোসেন, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তনু, জেলা বিএনপির সদস্য সালমা জাহান পারুল, দামুড়হুদা থানা বিএনপি’র সিঃ সহসভাপতি আ: ওয়াহেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম। দামুড়হুদা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক ইকরামুল হক।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি

আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম।

দামুড়হুদা থানা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, দামুড়হুদা থানা ছাত্র দলের সভাপতি আফজালুল হক সবুজ, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহাম্মেদসহ থানা ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাকর্মীদের মুল্যায়ন করতে হবে—বক্তারা

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের হাত থেকে আওয়ামীলীগকে বাঁচাতে হবে। উড়ে এসে জুড়ে বসা এমপি বা মন্ত্রী নয় আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাকর্মীদের যারা মুল্যায়ন করবে, তাদের পাশে থাকবে এমন নেতাকে মনোনয়ন দিতে হবে। সামনে পুলিশ পেছনে পুলিশ নিয়ে নয়, ত্যাগী নেতা কর্মীদের পাশে নিয়ে চলবে সেই নেতাকে আমরা চাই। মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ কর্তৃক আয়োজিত ঈদ শুভেচ্ছা মিটিং এ এসব কথা বলেন বক্তারা।

জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে হাইব্রীড নেতাকর্মীদের মুল্যায়ন করা ও তাদের দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করানোর তীব্র সমালোচনা করা হয়।

আজ রবিবার (২ জুলাই) বিকালে দারিয়াপুর হাট প্রাঙ্গনে এই ঈদ শুভেচ্ছা মিটিং এর আয়োজন করা হয়।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শুভেচ্ছা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এবং সাবেক ঢাবি ছাত্রনেতা এমএএস ইমন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম মোল্লা, জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক টনিক বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক রেজা, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সদস্য ইয়ানুস আলী, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান টিটো, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আহসানুল হক।

সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তুরের নেতা কর্মী ছাড়াও যুবলীগ, কৃষকলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চান্দু।

সম্মেলনের ১৩ মাস পর মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

সম্মেলনের ১৩ মাস পর আগামী তিন বছরের (২০২২-২০২৫ সালের) জন্য মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ৭৩ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার (২৩ জুন) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্বাক্ষরিত একটি পত্রে আগামী তিন বছরের জন্য মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ৭৩ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের একাধীক প্রভাবশালী নেতার মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে অনুমোদিত কমিটি এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। তবে জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, ইন্টারন্যাল কারণে কমিটি প্রকাশ করা যাচ্ছে না। সবাই যখন পাবেন তখন আপনারাও (সাংবাদিকরা) পাবেন।

এর আগে গত ২০২২ সালের ১৬ মে মেহেরপুর সামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে সভাপতি, এমএ খালেককে সাধারণ সম্পাদক, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জিয়া উদ্দীন বিশ্বাস, আব্দুল মান্নান ও অ্যাড. মিয়াজান আলী, অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামকে সহসভাপতি ও অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনকে জাতীয় পরিষদ সদস্য ঘোষণা করা হয়।

দীর্ঘ ১৩ মাস অপেক্ষার পর মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদিত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত জেলার নেতাকর্মীরা।

কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে নতুন অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে যারা রয়েছেন বলে জানা গেছে। তারা হলেন সভাপতি পদে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন অ্যাড. মিয়াজান আলী, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জিয়া উদ্দীন বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান, সিরাজুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, শহিদুল ইসলাম শাহ, আবুল কাশেম মাষ্টার, জহুরুল ইসলাম।

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, অ্যাড. একেএম শফিকুল আলম, রেজাউল ইসলাম মাষ্টার, কোষাধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. পল্লব ভট্টচার্য, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. শহীদুল হক, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আবুল খায়ের মুন্সি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার জিয়াউর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. খোন্দকার আব্দুল মতিন, আশরাফুল ইসলাম স্বপন, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক শাশ্বত নিপ্পন, শিল্প ও বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক এএসএম নাজমুল হক সাগর, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, দফতর সম্পাদক মকলেছুর রহমান, উপ-দফতর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া বুলু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শামীম আরা হিরা, প্রচার সম্পাদক আকবর জালাল, উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রব। এছাড়াও সদস্য হিসেবে কমিটিতে রয়েছে গাংনী আসনের এমপি মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম, প্রফেসর আব্দুল মান্নান (সাবেক এমপি), জয়নাল আবেদীন (সাবেক এমপি), ইকবাল হোসেন বুলবুল, খ ম ইমতিয়াজ হারুন জুয়েল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন, বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু, মোখলেছুর রহমান মুকুল, মোমিনুল ইসলাম, আহম্মেদ আলী, গোলাম মোস্তফা, রুৎ শোভা মন্ডল, গোলাম মোস্তফা, লুৎফুন্নেছা লতা, সৈয়দা মোনালিসা হোসেন, লাভলী ইয়াসমীন, ইদ্রিস আলী মাস্টার, আবুল কাশেম বাবলু, শাহ জামান, কামরুল হাসান চান্দু, আব্দুর রাজ্জাক, গোলাম সাকলায়েন সেপু, সাজেদুল ইসলাম। তবে বাকিদের নাম এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

ছিটকে গেলেন হেবিওয়েট নেতারা
জেলা আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও বিভিন্ন নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটি থেকে যেসব হেবিওয়েট নেতা ছিটকে গেলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের একাধিকবার নির্বাচিত সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, আরেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর

সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের দূর্যোগ ও ত্রান সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, যারা পদ পদবী থেকে ছিটকে গেছেন তাদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিভিন্ন নির্বাচনে তারা দলের বাইরে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় দল তাদের মাফ করলেও আপাতত পদ পদবী থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরা তাদের নামগুলো পাঠিয়েছিলাম। হয়তো বা কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কাছে এসব বিদ্রোহী নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে বলায় তাদের ব্যাপারে সংশোধনী এনে এই শাস্তির আওতায় রেখেছে।

নতুন মুখ যারা
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটিতে নতুন মুখ হিসেবে যারা কমিটি স্থান পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক হিসেবে সাবেক ছাত্র নেতা ও কেন্দ্রীয় প্রচার প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এমএ এস ইমন শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক এএসএম নাজমুল হক সাগর, সাংগাঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম স্বপন, সদস্য পদে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী পত্নি সৈয়দা মোনালিসা, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চান্দু, মিজানুর রহমান হিরন, জালাল উদ্দীন, আব্দুর রাজ্জাক ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের ভাই আবুল খায়ের। জানা গেছে, মেহেরপুর মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যেসব নতুন মুখ যুক্ত হয়েছেন তারা সবাই আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। এসব নেতাকর্মী তাদের রাজনৈতিক দক্ষতায় আওয়ামী লীগের মুল দলে যায়গা করে নিয়েছেন। এসব নেতা কর্মী স্থান পাওয়ায় আগামীতে আওয়ামী লীগ মেহেরপুর জেলায় একটি শক্তিশালী সংগঠণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

সভাপতির পরিবারের ৫জনসহ ১০ জনই আত্মীয়
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের পরিবারের ৫ জনসহ নিকট আত্মীয় ১০ জন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটিতে স্থান পেয়েছেন।

তারা হলেন-সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, সভাপতির দুলাভাই আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস সহসভাপতি, তার বোন শামীম আরা হিরা মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, সভাপতির স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা, ভাই ইকবাল হোসেন বুলবুল, চাচা বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু, চাচাত ভাই মোমিনুল ইসলাম, চাচাত ভাই আকবর জালাল ও বিয়াই (বোনের ভাসুর) সিরাজুল ইসলাম ও মামা সম্পর্কের রেজাউল হক মাস্টার বিভিন্ন পদ পেয়েছেন। দলের একটি বিশ্বস্থ সূত্র এ দাবী করেছেন কয়েকজন নেতা।

এ বিষয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির সাথে যোগাযোগ করার জন্য ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, ১০ জন নিকট আত্মীয় জেলা আওয়ামী লীগের কমিটিতে নেই। প্রতিমন্ত্রীর যেসব আত্মীয় স্বজন এই কমিটিতে ঠাই পেয়েছেন, তারা সবাই সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। এক্ষেত্রে নতুন করে কাউকে কোনো পদ পদবীতে রাখা হয়নি। তারা তাদের নিজের যোগ্যতা বলেই বিভিন্ন পদ-পদবীতে ঠাই পেয়েছেন।